সংবাদ

তারিখ 05 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

জেলা আ'লীগ নেতাদের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ না করায়

রংপুর প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে আ'লীগ-ছাত্রলীগের একাংশের হামলা ভাঙচুর

☐ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের লাঞ্ছিত : আহত ৩
☐ মামলা না করারও হুমকি

জেলা বার্তা পরিবেশক, রংপুর

দলের নেতাদের নিমন্ত্রণ না দেবার অভিযোগে রংপুর জেলা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের একাংশের নেতাকর্মীরা রংপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করেছে। লাঞ্ছিত করেছে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ আরও কয়েকজনকে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে ৩ জন। গতকাল সকাল পৌনে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা রংপুর টাউন হলে গিয়ে ব্যানার খুলে নিয়ে যায়। সেখানে থাকা অতিথিদের জন্য রাখা ফুলের তোড়া ছিঁড়ে ফেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬ উপলক্ষে সারাদেশের মতো রংপুরেও র‍্যালি আলোচনা সভাসহ নানান কর্মসূচি গ্রহণ করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস। গতকাল সকাল থেকে র‍্যালিতে অংশ নেবার জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা নগরীর কাছারি বাজার এলাকায় অবস্থিত জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় অফিস চত্বরে আসতে থাকে। এ সময় আকস্মিকভাবে জেলা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের একাংশের নেতাকর্মীরা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে প্রবেশ করে। তারা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা খলিলুর রহমানের কক্ষে প্রবেশ করে তার কাছেন জানতে চায় জেলা আওয়ামী লীগ নেতাদের নিমন্ত্রণ না করে কেন মহানগর আওয়ামী লীগ নেতাদের বলা হয়েছে। এ কথা বলে তারা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা

রংপুর : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

রংপুর : প্রাথমিক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অফিসারের কক্ষে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। তারা চেয়ার টেবিল, ফোনসেট, ফ্যানসহ বিভিন্ন মালামাল ভাঙচুর করে। বিভিন্ন ফাইলপত্র তছনছ করে। এ সময় বাধা দিতে গেলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা খলিলুর রহমানসহ ২ কর্মচারীকে মারধর করে।

এক পর্যায়ে তারা অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করে ভাঙচুর করে বেরিয়ে আসার সময় অফিসে আসা বুলেট নামে এক ব্যক্তিকে মারধর করে তার মোবাইল কেড়ে নেয়। এরপর তারা সেখান থেকে বেরিয়ে রংপুর টাউন হলে অনুষ্ঠিতব্য আলোচনা সভা স্থলে এসে ব্যানার নিয়ে যায় এবং ফুলের তোড়া ছিঁড়ে ফেলে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ ব্যাপারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের অফিস সহকারী মইন উদ্দিন জানান আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী আকস্মিকভাবে অফিসে প্রবেশ করে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কক্ষে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করে। কর্মকর্তা কর্মচারীদের লাঞ্ছিত করে। অন্যদিকে অফিসে দাপ্তরিক একটি কাজের জন্য আসা বুলেট নামে এক যুবক অভিযোগ করেন তিনি ফোনে অফিসের বাইরে কথা বলছিলেন এ সময় ছাত্রলীগের কয়েকজন সন্ত্রাসী তার উপর হামলা চালিয়ে তাকে মারধর করে মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে রংপুর মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তুষা কান্তি মণ্ডল ঘটনা স্থলে যান তিনি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার চেম্বারে তাণ্ডবের দৃশ্য দেখে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দায়ীদের গ্রেফতার করার দাবি জানান। তিনি জানান, যারাই এ ঘটনা ঘটালো তা খুবই ন্যাক্কারজনক কাজ করেছে।

অপরদিকে মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি শাফিয়ার রহমান জড়িতদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবার দাবি জানান। এ ঘটনার পর পুলিশি পাহারায় শিক্ষক শিক্ষার্থীরা র‍্যালি নিয়ে রংপুর টাউন হলে যায়। সেখানে আলোচনা শুরু হবার আগেই আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের জেলা শাখার অন্যতম দুই শীর্ষ নেতার নেতৃত্বে দলের একাংশের নেতা কর্মীরা টাউন হলে আসে। তারা এসেই সভাস্থলে টাঙ্গিয়ে রাখা ব্যানার খুলে নিয়ে যায়। যাবার সময় তারা অতিথিদের জন্য রাখা ফুলের তোড়া ছিঁড়ে ফেলে পদদলিত করে চলে যায়। এ সময় ঘটনাস্থলে পুলিশ থাকলেও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। এ সব ঘটনার পর অধিকাংশ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী টাউন হল ছেড়ে চলে যায়। পরে ঢাকা থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে দেয়া ভাষণ প্রদর্শন করা হয় এবং তড়িঘড়ি করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এ ব্যাপারে রংপুর বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফরের উপ পরিচালক মহিউদ্দিন আহাম্মেদ সংবাদকে জানান, যখন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে হামলা করা হয় সে সময় তিনি ঘটনা স্থলের অদূরে তার অফিসে ছিলেন। খবর পেয়ে তিনি রংপুরের পুলিশ সুপারকে ফোন করেন। এরপর সেখানে পুলিশ আসে। তিনি জানান একটি সরকারি অফিসে এভাবে তাণ্ডব চালানোর পরেও দায়ীদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে কোন মামলা দায়ের করা হবে কিনা জানতে চাইলে তিনি বিষয়টি জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার ব্যাপার বলে জানান তিনি।

অন্যদিকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার খলিলুর রহমান জানান, তারা যখন জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে র‍্যালি বের করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখনই তার কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর ও তাণ্ডব চালানো হয়েছে। তিনি বলেন, অনুষ্ঠানের জন্য জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং সম্পাদককে বিশেষ অতিথি করা হয়েছিল। তিনি আর কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এদিকে টাউন হল চত্বরে উপস্থিত নবাবগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির টিএসআই রাজেন্দ্র কুমার জানান, এটা ন্যাক্কার জনক ঘটনা। তিনি আর কিছু বলতে রাজি হননি।

এ ব্যাপারে কোতোয়ালি থানার ওসি কাদের জিলানীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ওই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোন লিখিত অভিযোগ পাননি। তবে এ ঘটনায় মামলা দায়ের না করার জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকতাকে দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন কয়েকজন কর্মচারী।